আমার দেশ

তারিখ ... 15 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এইচএসসির ৭ পরীক্ষায় ঝরে পড়লো ৫০ হাজার শিক্ষার্থী

সাথীয়া খান

২৯ মে শুরু হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এইচএসসির সাত পরীক্ষায় ঝরে পড়েছে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশের নয় শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত সাত পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৪৮ হাজার ৬৩৯ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুপস্থিত ছিল কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে। এ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের) পরীক্ষার্থী ঝরে পড়েছে ১২ হাজার ৪৫০ জন। আর সাত সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে ঢাকা বোর্ডে। এ বোর্ডে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ৩৮৬ জন।

এ বছর পরীক্ষার আগে এইচএসসি লেভেলে সারাদেশে ১ লাখ ৪৩ হাজার ২৯৭ জন শিক্ষার্থী (২৩.৫৮ শতাংশ) ড্রপ আউট হয়েছে।

পরীক্ষার আগে ও পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা, কোচিংনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা, নকল প্রতিরোধে পরীক্ষাকেন্দ্রে কড়াকড়ি আরোপ, শিক্ষার্থীর কাছে ইংরেজি বিষয়টি কঠিন মনে হওয়া, নৈর্ব্যক্তিক না থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না বলে মত প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। তাদের কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারাও।

সাত সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে ঢাকা বোর্ডে। এ বোর্ডে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ৩৮৬

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মোঃ আকবর হোসেন বলেন, অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় এবার ঢাকা বোর্ডে অনুপস্থিতির হার বেশি। এর প্রকৃত কোনো কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও মূলত পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবেই তারা পরীক্ষা দিচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, কোনো কারণে শিক্ষার্থীর একটি পরীক্ষা খারাপ হয়ে গেলে পরে আর তারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না। এ কারণেও অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকছে।

শিক্ষাবিদ মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারি বলেন, সাধারণত যারা এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে আসে, ধরে নেয়া হয়, তারা এইচএসসি পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু আসলে তা নয়। অনুপস্থিতির হারই প্রমাণ করে এর সত্যতা।

তিনি বলেন, এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকায় অনেক শিক্ষার্থীই এ পাবলিক পরীক্ষায় কোনো রকমে উত্তীর্ণ হয়। এইচএসসিতে ভর্তি হলেও তারা এ স্তরে ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারে না, কারণ তাদের ভিতটা দুর্বল।

পৃ ১৫ » ক ৪

এইচএসসির ৭ পরীক্ষায় ঝরে পড়লো

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ কলেজেই মানসম্মত পড়ালেখা হয় না। এখন শিক্ষকদের যেমন দায়বোধ নেই, তেমনি শিক্ষার্থীদেরও আগ্রহ নেই। এ কারণে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি।

মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারি বলেন, এখন জ্ঞানের জন্য পড়াশোনা করানো হয় না, পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য সাজেশনভিত্তিক পড়ালেখা করানো হয়। এ কারণেই দেখা যায়, কোনো একটি পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হলেই শিক্ষার্থী পরবর্তী পরীক্ষা দেয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আর পরীক্ষা দেয় না।

শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো প্রস্তুতি না থাকায় তারা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকছে। তাছাড়া নকল প্রতিরোধে কড়াকড়ি আরোপ করার কারণেও এটা হতে পারে। ইংরেজিতে দুর্বলতাকে তিনি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রফেসর মনজুরুল ইসলামের কথার সত্যতা মেলে এ বছরের ইংরেজি পরীক্ষায় অনুপস্থিতির হার লক্ষ্য করলে। এ বছর ইংরেজি দুই পরীক্ষায় সাত শিক্ষাবোর্ডে ঝরে পড়েছে ১০ হাজার ১৫৩ জন।

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের ঝোঁক বেড়েছে। কিন্তু এ বছর কারিগরিতেই ঝরে পড়েছে অসংখ্য পরীক্ষার্থী। এ বিষয়ে ড. মনজুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের দেশের ছেলে শিক্ষার্থীদের অনেকেই কারিগরিতে ভর্তি হয় বিদেশে যাওয়ার জন্য বা ভালো চাকরি পেতে। কারিগরিতে পরীক্ষার্থী ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় কারণ।

তার কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মীর মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, ভালো চাকরি পাওয়ার কারণে ছেলেরা ও বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে মেয়েরা পড়াশোনায় ড্রপ দিচ্ছে। তিনি বলেন, ড্রপ আউটের বিষয়টি আমাদের কাছে একটি বার্নিং ইস্যু। এ স্তরে কীভাবে ড্রপ আউট কমানো যায় তা নির্ধারণের জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক অবশ্য বললেন অন্য কথা। তিনি বলেন, পরীক্ষা এলেই আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ভীতি চলে আসে। দেশে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরীক্ষা নীতি দরকার বলে মনে করেন কাজী ফারুক। তিনি বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়টি শিক্ষার্থীর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ভালো-মন্দ যে কোনো পরিবর্তনই শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে সময় লাগে।